সমকাল

তারিখ ... 7 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের নথি চেয়ে দুদকের চিঠি

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে অনিয়ম, দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক হিসাব বিবরণীসহ নথিপত্র চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আগামী ৯ জুলাইয়ের মধ্যে নথিপত্রের সত্যায়িত কপি সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ দুদকে পেশ করা হয় গত মের শুরুতে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক অনুসন্ধান করে আমলযোগ্য দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। পরে দুদক পরিচালক মীর জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিশেষ অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ তদারকি করছেন দুদক মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের জন্য অধ্যক্ষের কাছে নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গত বছর থেকে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক হিসাবে লেনদেন-সংক্রান্ত বিবরণী, গত বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক থেকে ওঠানো ১৩ লাখ টাকা খরচের কাগজপত্র, ২০১৫ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের রেজিস্টার ও ক্যাশ বই, শিক্ষক ড. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের নিয়োগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, রেজুলেশন, যোগদানপত্র, সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি-সংক্রান্ত কাগজপত্র ও তাকে প্রদান করা বেতন-ভাতার হিসাব বিবরণী চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলামকে উচ্চতর স্কেলে বেতন-ভাতা প্রদান-সংক্রান্ত রেজুলেশন ও এই স্কেলে প্রদান করা বেতন-ভাতার হিসাব বিবরণী, শিক্ষক নাসির উদ্দিন মিয়াকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ-সংক্রান্ত সব নথিপত্র, প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন লিজ দেওয়া-সংক্রান্ত টেন্ডারের নথিপত্র ও আবদুস সালামকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী পদে নিয়োগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে।

গত ২১ জুন অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো দুদকের চিঠিতে বলা হয়, উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে কমিশনে। অভিযোগ অনুসন্ধানে কাজ করছে একটি টিম।

দুদকের অনুসন্ধান টিমের অন্য দুই সদস্য হলেন সহকারী পরিচালক মজিবুর রহমান ও উপসহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া।